দৈনিক সংবাদ
17৫
তারিখ ... 14 OCT 1990
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৭

সংঘর্ষ ।। ১৬টি গাড়ী ভাঙচুর ।। আগুন কাঁদানে গ্যাস ।। ২৫ জন আহ

ুলীতে ছাত্র নিহত

(জব বার্তা পরিবেশক)
লীয় ছাত্র ঐক্যের ডাকে ট পালনকালে গতকাল লিশের গুলীতে ১ জন ছাত্র ২৫ জন আহত হয়েছে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক শক্তি কমিশন ভাঙচুর ও কাগজপত্র পুড়িয়ে দিয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ছাত্ররা কমপক্ষে ১৬টি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করেছে। তারা প্রেসক্লাবের সামনে একটি গাড়ীতে আগুন দেয়।

তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে এই ছাত্র নিহত হয়। এই ঘটনার জের হিসেবে শহরময় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ আশপাশের এলাকায় পুলিশে কয়েক দফা সংঘর্ষ হয়। বিক্ষু শাহবাগে পুলিশ কন্ট্রোল রু লাগিয়ে দেয়। তবে কিছু মধ্যেই আগুন আয়ত্তে আসে।

ছাত্র ধর্মঘট চলাকালে

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ ৫

গতকাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনে পুলিশের গুলীতে আহত ছাত্র দেলোয়ার, মাহবুব ও জনৈক দোকানদার (বাম থেকে)। —সংবাদ

গুলীতে ছাত্র নিহত

(১ম পাতার পর)

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা মিছিল বের করে সকাল ৮টার দিকে। মিছিল নিয়ে তারা রাস্তায় নেমে আসে এবং যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। পুলিশ এক পর্যায়ে তাদের ধাওয়া করে এবং কয়েকজনকে লাঠিপেটা করলে সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা স্বাস্থ্য অধিদফতরের একটি জীপে (ঢাকা মেট্রো জ- ৫৫৫৮) অগ্নিসংযোগ করে এবং অপর একটি গাড়ী ভাঙচুর করে। পুলিশ এই সংঘর্ষে শতাধিক রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ও বেশ কয়েক রাউণ্ড রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের উদ্দেশে গুলী ছোড়ে। গুলীতে ঘটনাস্থলেই মনিরুজ্জামান মনির নিহত হয়। সে ১ম বর্ষ ২য় পর্বের ছাত্র। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের লতিফ ছাত্রাবাসের পশ্চিম শাখার ১০২ নম্বর কক্ষে সে থাকত। মনিরের গ্রামের বাড়ী মাগুরা জেলা শহরের কলেজ রোডে। গুলীতে ইনস্টিটিউটের ছাত্র মাহবুব, মাসুদ ও সেলুন কর্মচারী সাধন চন্দ্র শীল গুরুতর আহত হয়। সাধনের অবস্থা আশংকাজনক। তাকে মহাখালী বক্ষব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ইনস্টিটিউটের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বেধড়ক পিটুনি দেয়। রাইফেলের বাঁট ও লাঠির বেদম প্রহারে বেশ কয়েকজন ছাত্র ও এলাকাবাসী আহত হয়েছে। পলিটেকনিক কলেজ ছাত্র সংসদ নেতৃবৃন্দ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মারধর করা হয়েছে বলে জানান।

এই ঘটনার জের হিসেবে ছাত্ররা দুপুর ১২-১০ মিনিটে টঙ্গী ডাইভারশন রোডের একটি ওয়ার্কশপে ঢুকে একটি প্রাইভেট কারে (ঢাকা ক-৮৩০২) ... দেয়। ১২-৩০ মিনিটে ... ওয়ার ঘটনায় ...কর সামনে ... মেট্রো প-

উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া মনিরুজ্জামানের লাশ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসে। এ সময় লাশ নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্রদের মিছিল হয়। দুপুর ২টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল হতে মিছিল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এসে জমায়েত হতে থাকে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সমাবেশ শুরু হয় সোয়া দু'টায়। মুনিরুজ্জামানের লাশ এ সময় সমাবেশস্থলে আনা হয়। সমাবেশে শেখ হাসিনা, আমির হোসেন আমু, আবদুস সামাদ আজাদ, আবদুর রাজ্জাক, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, হাসানুল হক ইনু, টিপু বিশ্বাস, রাশেদ খান মেনন, নির্মল সেন, এডভোকেট শামসুল হক চৌধুরীসহ রাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সর্বদলীয় ছাত্র সমাবেশে কয়েক হাজার ছাত্র অংশ নেয়। শেখ হাসিনা এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, ছাত্রদের শপথবাক্য পাঠ করান এবং ছাত্র ঐক্যের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সমাবেশে ছাত্ররা মুহুর্মুহু 'বিভেদ না ঐক্য, ঐক্য ঐক্য' শ্লোগান দিতে থাকে। ছাত্ররা নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণের জন্য চাপ দিতে থাকে। সমাবেশে শেখ হাসিনার একটি বক্তব্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় ছাত্রদের মধ্যে। শেখ হাসিনা সাড়ে তিনটায় সমাবেশস্থল ত্যাগ করেন।

এরপর ছাত্ররা লাশ নিয়ে শোক মিছিল বের করে। কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এই শোক মিছিলে ছিলেন। শোক মিছিলটি কার্জন হল পর্যন্ত এসে পৌছলে পুলিশ বাধা দেয় এবং ছাত্রদের ধাওয়া করে। এ সময় পুলিশ লাশ ছিনিয়ে নিতে পারে এই আশংকায় ছাত্ররা মনিরুজ্জামানের লাশ জগন্নাথ হলে নিয়ে যায়। এদিকে কার্জন হলসহ হাইকোর্ট মোড়ে ছাত্র-পুলিশ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ চলে। পুলিশ বেশ কয়েক রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। সারা এলাকা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত ... পুলিশ কিছুটা শান্ত ...

নিয়ে এগিয়ে যেতে চায়। এ সময় কয়েকজন ছাত্রকে পুলিশের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়— 'গুলী করুন, তবুও আমরা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যাব।'

বিকেল সাড়ে ৪টা নাগাদ এখানে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। ছাত্ররা আস্তে আস্তে এলাকা ত্যাগ করে। এরপর পলাশী, নীলক্ষেত, কাঁটাবান, এলিফ্যান্ট রোডসহ বিভিন্ন এলাকায় সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সোবহানবাগে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি গাড়ীতে অগ্নিসংযোগ করে বিকেল ৩-৩০ মিনিটে। ছাত্ররা পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল এবং পুলিশ এসব স্থানে দু'শতাধিক কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা আণবিক শক্তি কমিশনের ১০টি স্টাফ বাস, মাইক্রোবাস ও কারে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং কমিশনের জানালা-কপাট ভাঙচুর করে, কাগজপত্রে আগুন লাগিয়ে দেয়। ৭/৮ জন কর্মচারীকে প্রহার করা হয়।

ছাত্ররা শাহবাগে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের একটি টিনশেডে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়।

সন্ধ্যা ৬টার দিকে পলাশীতে দু'ব্যক্তিকে সন্দেহজনক ঘোরাফেরার জন্য মারপিট করা হয়। পরে পুলিশ টিএসসি'র কাছে ছাত্রদের ধাওয়া করে এবং কমপক্ষে ৩০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে।

সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা নিহত পলিটেকনিক ছাত্র মনিরুজ্জামানের লাশ উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিঞার কাছে হস্তান্তর করে। উপাচার্য পলিটেকনিকের অধ্যক্ষের কাছে লাশ হস্তান্তর করেন। লাশ সন্ধ্যার পর ময়নাতদন্তের জন্য মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। আজ রোববার লাশ দেশের বাড়ীতে পাঠানো হবে।

গতরাতে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করেছে। অনেক ছাত্রছাত্রী হল ছেড়ে চলে গেছে।

রক্তের প্রতিশোধ নেবই

সমাবেশে ভাষণদানকালে শেখ হাসিনা নিয়ম-শৃংখলা মেনে আন্দোলন করার জন্য ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি স্বৈরাচারী সরকা... জন্য ছাত্র সমাজে... তিনি

বলেন, রক্তের প্রতিশোধ আমরা নেবই নেব।

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা জানিয়েছেন, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র মনির হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভরত ছাত্ররা গতকাল বিকেলে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে ১টি বিআরটিসি বাস ও ৪টি মিনিবাস ভাঙচুর করে। এ সময় পুলিশের সাথে সংঘর্ষে কামালউদ্দিন হলের জিএস মোস্তফা কামাল আকন্দ আহত হন। অনেক রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা মিছিল করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি গেটে পুলিশ মোতায়েন ...